নুশিন ইলেকট্রনিক্স



প্রোঃ মোঃ রেদওয়ান

এখানে সকল প্রকার ব্যাটারী (আইপিএস, গাড়ি, সৌর বিদ্যুৎ, চার্জার ফ্যানসহ অন্যান্য ব্যাটারী), ইলেকট্রিক মালামাল ও হাইব্রিড সোলার বিক্রয় এবং সরবরাহ করা হয়।

স্টেডিয়াম রোড, (টি.এন.টি অফিস সংলগ্ন) চাঁদপুর।
মোবাইল : ০১৮১৮৩১৭৮২৪, ০১৯৬১১০০৩০৫

দৈনিক
চাঁদপুর দিগন্ত

সরকারি বিজ্ঞাপন তালিকাভুক্ত

The Daily Chandpur Diganta

সত্য প্রকাশে অবিচল

মঙ্গলবার
রেজিঃ নং-চ-৫১৩
১৭ নভেম্বর ২০২৬
২১ তম বর্ষ : সংখ্যা-১০৫
২ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
৬ জমাঃ সানি ১৪৪৮ হিজরী
মূল্য ৫ টাকা

E-mail : dailydiganta@gmail.com
Website : www.chandpurdiganta.com

কেমিক্যাল-কীটনাশকে নীল মানবদেহ

দিগন্ত ডেস্ক

নকল, ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর খাবারে সয়লাব সারা দেশ। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় আমরা যা কিছু রাখি; তার সবই নকল, ভেজাল, নিম্নমানের এবং মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ভাত, ডাল, শাকসবজি, মাছ, গরু, মুরগি, ফল, দুধ, পানি, রুটি ভেজাল সবকিছুতেই।

জীবন রক্ষাকারী ওষুধ, শিশুখাদ্য, ফুটপাতের মুখরোচক খাবার, অভিজাত রেস্তোরাঁর দামি খাবার কিংবা ফাস্টফুড সর্বত্রই ভেজাল পণ্যের জয়জয়কার।

খাবার মনে করে প্রতিনিয়ত আমরা যা খাচ্ছি, তার সবই বিষে ভরা। ফল সতেজ রাখতে ব্যবহার করা হচ্ছে ক্ষতিকারক কার্বাইড। টাটকা রাখতে মাছে মেশানো হচ্ছে ফরমালিন।

ক্ষতিকারক রাসায়নিক আর কীটনাশক ব্যবহারে ভয়ংকর করে তোলা হচ্ছে চাল, ডাল ও শাকসবজি। মাছ-মুরগির খাবারে বিষ ও পশুর চর্বি মিশিয়ে গেলানো হচ্ছে মানুষকে।

জিলাপি মচমচে করতে মেশানো হচ্ছে হাইড্রোজ। কাপড়ে ব্যবহৃত রঙ মিশিয়ে বানানো হচ্ছে ফলের জুস। ফাস্টফুডকে আকর্ষণীয় করতে মেশানো হচ্ছে টেক্সটাইল কালার। চিপস-চানাচুরে মেশানো হচ্ছে ক্ষতিকারক অ্যাক্রিলামাইড। ফলস্বরূপ মাছ, ফল, দুধ, সবজি এখন আর নষ্ট হয় না। কেমিক্যাল-কীটনাশকে নীল হচ্ছে মানবদেহ। বাড়ছে ক্যানসার, কিডনি-লিভার নষ্ট হওয়া রোগীর সংখ্যা। বাড়ছে হাসপাতাল, ডাক্তার এবং ওষুধের ব্যবহার। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে খাদ্যজনিত মৃত্যুর মিছিল। অথচ খাদ্য মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন হলেও ভেজাল ও দূষণের দৌরাত্ম্যে সেই খাদ্যই এখন জনস্বাস্থ্যের জন্য নীরব ঘাতকে পরিণত হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, খাদ্য ও পানীয় হিসেবে প্রতিদিন আমরা যা কিছু শরীরে প্রবেশ করাচ্ছি, তার প্রতিটিতেই রয়েছে 'বিষ'। উচ্চ ফলনশীল বীজ, সার এবং ● ২-এর পাতায় দেখুন



গার্মেন্টস কোনো দলের নয়, জাতীয় শিল্প–একে বাঁচাতেই হবে- জামায়াত আমীর

দিগন্ত ডেস্ক

দেশের প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাক (গার্মেন্টস) শিল্পকে কোনো দলের বিষয় নয়, বরং জাতীয় শিল্প হিসেবে উল্লেখ করে তা রক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। সোমবার জাতীয় সংসদের অধিবেশনে পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে গার্মেন্টস খাতের চলমান অস্থিরতা নিয়ে দেওয়া নোটিশটি জরুরি ভিত্তিতে আলোচনার দাবি জানিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

সংসদে বক্তব্য রাখার সময় ডা. শফিকুর রহমান বলেন, দেশের গার্মেন্টস সেক্টরে কিছুদিন ধরে অস্থিরতা চলছে। এই খাতটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে গোটা বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় কার্যপ্রণালী বিধির ১৪৭ বিধিতে বিরোধীদলীয় সদস্য ● ২-এর পাতায় দেখুন

ফরিদগঞ্জে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৭

ফরিদগঞ্জ প্রতিনিধি



ফরিদগঞ্জে আটককৃত ৭ আসামী।

ফরিদগঞ্জে থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে পরোয়ানাভুক্ত ও নিয়মিত মামলার ছয় আসামিসহ ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পরিচালিত এসব অভিযানে মোট সাতজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ফরিদগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ এরশাদ উল্লাহর সার্বিক দিকনির্দেশনায় পুলিশের একাধিক দল পৃথক অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে তিনজন সিআর পরোয়ানাভুক্ত আসামি হলেন– মো. জলিল, জাহিদ হোসেন টিটু (২৬) ও মো. জাবের হোসেন। এছাড়া জিআর পরোয়ানাভুক্ত আসামি মো. রফিক (৫১) এবং নিয়মিত মামলার আসামি মো. জাকির হোসেন (৫০) ও মো. কামাল হোসেন (৪০) রয়েছেন।

অন্যদিকে, একই দিনে পুলিশের বিশেষ অভিযানে দক্ষিণ কেরোয়া এলাকার সর্দার বাড়ির প্রধান ফটকের সামনের পাকা সড়ক থেকে ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ মো. দিদার হোসেন (৩৮) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি দক্ষিণ কেরোয়া গ্রামের মৃত আবুল হাশেমের ছেলে।

পুলিশ জানায়, এসআই (নিরস্ত্র) ফারুক আহাম্মদ, এসআই মো. হুমায়ুন কবির, এএসআই মো. শাখাওয়াত, এএসআই মো. বেলাল ● ২-এর পাতায় দেখুন

চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যু ৫০০ ছাড়াল

দিগন্ত ডেস্ক

ডেঙ্গু জ্বরে গত ২৪ ঘণ্টায় (রবিবার সকাল ৮টা থেকে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) সারা দেশে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে রোগটিতে মোট মৃতের সংখ্যা পাঁচশো ছাড়িয়ে দাঁড়াল ৫০২ জনে। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় মশাবাহিত রোগটিতে নতুন করে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ৫৯৮ জন। এ নিয়ে চলতি বছরে মোট হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা ১ লাখ ৬৪ হাজার ১০৭ জনে দাঁড়াল। সোমবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। গতকাল রবিবার ডেঙ্গুতে ৮ জনের মৃত্যুর খবর জানায় স্বাস্থ্য অধিদফতর। ওইদিন হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৯৫২ জন।

প্রসঙ্গত, গত বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ১ লাখ ২ হাজার ৮৬১ জন এবং মোট নিহত হন ৪১৩ জন।

চাঁদপুর জেলা যুবদলের নতুন নেতৃত্বে আকাশুবাহার, কেন্দ্রের অনুমোদন

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের চাঁদপুর জেলা শাখার আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নবগঠিত কমিটিতে নুরুল আমিন খান আকাশকে সভাপতি এবং ফয়সাল আহমেদ বাহারকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। সোমবার (১৬ নভেম্বর) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।



নুরুল আমিন খান আকাশ, ফয়সাল আহমেদ বাহার।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন এমপি চাঁদপুর জেলা যুবদলের ১০১ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের লক্ষ্যে এই আংশিক কমিটি অনুমোদন করেছেন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুমোদিত এ কমিটির মাধ্যমে চাঁদপুর জেলা যুবদলের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার নতুন নেতৃত্ব নির্ধারিত হলো।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, কেন্দ্রীয় দপ্তরের প্রেরণের নির্দেশনা অনুযায়ী এ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিটি প্রেরণ করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (দপ্তরের দায়িত্বে) মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া।

হাজীগঞ্জকে হারিয়ে ডিসি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে মতলব উত্তর

স্টাফ রিপোর্টার

২২তম জেলা প্রশাসক (ডিসি) গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের শেষ খেলায় হাজীগঞ্জ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থাকে টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে মতলব উত্তর উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) বিকেলে চাঁদপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত খেলায় নির্ধারিত সময়ে কোনো দলই গোল করতে পারেনি। ফলে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণে খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে ৩-২ গোলে জয় নিশ্চিত করে মতলব উত্তর উপজেলা দল। খেলায় ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ অর্জন ● ২-এর পাতায় দেখুন

পাঁচ ধাপে হবে ইউপি নির্বাচন, ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে সংলাপ

দিগন্ত ডেস্ক

পাঁচ ধাপে চার হাজার তিন শ' ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এছাড়া স্থানীয় সরকার নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে দলগুলোর সাথে সংলাপে বসবে কমিশন। আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে সংলাপ শেষ করা হবে।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) কমিশন সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো: সানাউল্লাহ এই তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, ইউপি নির্বাচনের ধাপ ও ইউনিয়নের সংখ্যা নির্ধারণ নিয়ে কমিশন সভায় আলোচনা হয়েছে। পঞ্চম ধাপে তুলনামূলক কম ইউনিয়ন রাখা হয়েছে। কারণ, আইনি জটিলতা বা অন্য কোনো কারণে যেসব ইউনিয়নে নির্বাচন পিছিয়ে যেতে পারে, সেগুলো পরবর্তী সময়ে সমন্বয় করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনার বলেন, প্রথম ধাপে আনুমানিক ১৩১টি উপজেলায় এক হাজার ২৬টি ইউনিয়ন, দ্বিতীয় ধাপে ১২৯টি উপজেলায় প্রায় এক হাজার ১০০টি, তৃতীয় ধাপে ১১৮টি উপজেলায় এক হাজার ১৩টি, চতুর্থ ধাপে ৯৩টি উপজেলায় ৭৯৩টি এবং পঞ্চম ধাপে ৩৭টি উপজেলায় ৩৫৬টি ইউনিয়নে নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তালিকা থেকে নির্দিষ্ট ইউনিয়নগুলোর নির্বাচনের তারিখ জানা যাবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপের বিষয়ে তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচনের মতোই স্থানীয় সরকার নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করা হবে। নভেম্বরের শেষ দিকে অথবা ডিসেম্বরের শুরুতে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের নিবন্ধনের ক্রমানুসারে আমন্ত্রণ জানানো হবে। মূলত স্থানীয় সরকার নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে দলগুলোর সাথে আলোচনা হবে। আগামী ১০ ডিসেম্বরের আগেই তিন দিনব্যাপী এ সংলাপ আয়োজনের পরিকল্পনা ● ২-এর পাতায় দেখুন

চাঁদপুরের নতুন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সুজন চন্দ্র রায়

স্টাফ রিপোর্টার

চাঁদপুরের নতুন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এডিসি) হিসেবে পদায়ন পেয়েছেন বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩৪তম ব্যাচের কর্মকর্তা



সুজন চন্দ্র রায়।

সুজন চন্দ্র রায়। সম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে তাঁকে এই পদে নিয়োগ দেয়া হয়। গত ১২ নভেম্বর, ২০২৬ ● ২-এর পাতায় দেখুন



উপাদী উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স বর্তমান স্থানে বহাল রাখার দাবিতে মানববন্ধন।

উপাদী উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স পুরনো স্থানেই রাখার দাবিতে মানববন্ধন

মতলব দক্ষিণ প্রতিনিধি

মতলব দক্ষিণ উপজেলার ৫নং উপাদী উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স বর্তমান স্থানে বহাল রাখার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন ইউনিয়নবাসী। সোমবার (১৬ নভেম্বর) দুপুর ১২টায় চাঁদপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন শেষে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা এবং সরেজমিনে তদন্তের মাধ্যমে সঠিক তথ্য যাচাইয়ের দাবিতে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন তাঁরা।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, উপাদী উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সটি প্রায় ৭০ বছর ধরে মতলব দক্ষিণ উপজেলার বহরী মৌজার নেছার আড়ৎ বাজার এলাকায় অবস্থিত। অথচ বিগত সরকারের আমলে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত না করে তৎকালীন চেয়ারম্যানের উদ্যোগে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সটি অন্যত্র, একটি বিল এলাকায় স্থানান্তরের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। ইউনিয়নবাসীর দাবি, বর্তমান পরিষদ ভবনের স্থানে ২৫ শতক জমি নেই–তৎকালীন চেয়ারম্যানের এমন তথ্য ও প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্থানান্তরের কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে বিদ্যমান স্থানে ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব নামে ২৫ শতক জমি রয়েছে। যার বিএস খতিয়ান নম্বর ৩/১। এ ছাড়া প্রয়োজনে ইউনিয়নবাসীর পক্ষ থেকে আরও ৪০ শতক জমি দান করার আগ্রহ রয়েছে বলেও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, গত ৪ আগস্ট ২০২৬ তারিখে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স স্থানান্তরের প্রশাসনিক অনুমোদন বাতিলের দাবিতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করা হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং ১১৭৮৮/২০২৬ দায়ের করা হয়।

রিটের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ৪ আগস্টের আবেদনটি নিষ্পত্তির বিষয়ে রুল ও নির্দেশনা প্রদান করেন এবং পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে রুলের জবাব দাখিলের আদেশ দেন বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনিয়নবাসীর মূল দাবি, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সরকারি পরিপত্রের সব শর্ত যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি না, তা যাচাই করতে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত উভয় স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে। পাশাপাশি দুই স্থানের বাস্তব অবস্থা, যোগাযোগব্যবস্থা, জনসাধারণের সুবিধা এবং জমির প্রাপ্যতা তুলনামূলকভাবে বিবেচনা করে অধিক উপযুক্ত স্থানকে অগ্রাধিকার দিতে ● ২-এর পাতায় দেখুন

হাইমচরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

হাইমচর প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে হাইমচরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) বাদ আছর হাইমচর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. আমিন উল্লাহ বেপারী ও সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম শফিক পাটওয়ারীর নেতৃত্বে সদর আলগী বাজারে এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে উপজেলা বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি সদর আলগী বাজারের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

এ সময় নেতাকর্মীরা গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন।



হাইমচরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল।

চাঁদপুরে ভুয়া ডিগ্রিতে চিকিৎসাসহ নানা অপরাধে ৪ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

সদর প্রতিনিধি

চাঁদপুরের চাঁদখার বাজারে ভুয়া ডিগ্রি ব্যবহার করে চিকিৎসা দেয়া, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি ও বাসি খাবার সংরক্ষণ এবং মূল্য তালিকা না রাখার অপরাধে চারটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ২৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) দুপুরে জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে চাঁদখার বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আল ইমরান।

তিনি জানান, অভিযানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ভুয়া ডিগ্রি ব্যবহার করে চিকিৎসা প্রদান করায় মাতৃ মেডিকেল হলের মালিক সুধাংশু চন্দ্র শর্মাকে ১০ হাজার টাকা, রামকৃষ্ণ হোমিও ফার্মেসিকে ● ২-এর পাতায় দেখুন

চাঁদপুরে এইচআইভি প্রতিরোধ ও চিকিৎসাসেবা জোরদারে মতবিনিময় সভা

শহর প্রতিনিধি

চাঁদপুরে সুইয়ের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী ব্যক্তি এবং তাদের যৌনসঙ্গীদের জন্য সমন্বিত এইচআইভি প্রতিরোধ ও চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম জোরদারের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে এক মতবিনিময় ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার ১৬ নভেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় চাঁদপুর সিভিল সার্জন কার্যালয়ের হল রুমে এ সভার আয়োজন করা হয়। পপুলেশন সার্ভিসেস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি) আয়োজিত এ সভায় সহযোগিতা করে চাঁদপুর সিভিল সার্জন কার্যালয়। সভায় সভাপ্রধানের বক্তব্য ● ২-এর পাতায় দেখুন



চাঁদপুরে এইচআইভি প্রতিরোধ ও চিকিৎসাসেবা জোরদারে মতবিনিময় সভায় সভাপ্রধানের বক্তব্য রাখেন সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ নুর আলম দীন।



হাজীগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা এবং ভেন্ডিং মেশিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইবনে আল জায়েদ।

হাজীগঞ্জ পাইলট বালিকা উ'বিতে
নির্বাচনী পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও ভেন্ডিং মেশিন উদ্বোধন

হাজীগঞ্জ প্রতিনিধি

হাজীগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি ও এসএসসি (ভোকেশনাল) ২০২৭ সালের পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা এবং শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ভেন্ডিং মেশিন উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) সকালে বিদ্যালয়ের হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সহকারী প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ আলী আকবরের সঞ্চালনায় এবং প্রধান শিক্ষক মোঃ দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাজীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ইবনে আল জায়েদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাজীগঞ্জ উপজেলা ভারপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ জাকির হোসেন, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার সুনির্মল দেউরী এবং বিদ্যালয়ের অভিভাবক সদস্য মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অভিভাবকরা ● ২-এর পাতায় দেখুন

হামের উপসর্গে আরো ৪ শিশুর মৃত্যু, আক্রান্ত ১৬৮২

দিগন্ত ডেস্ক

দেশে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ১ হাজার ৬৮২ শিশু।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের হামবিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরো চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি।

এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ১ হাজার ২১৩ শিশুর। আর হামে আক্রান্ত হয়ে আরো ১০৫ শিশু প্রাণ হারিয়েছে। অর্থাৎ হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এই সময়ে মোট ১ হাজার ৩১৮ শিশু মারা গেছে।

এছাড়া ২৪ ঘণ্টায় ১৭৩ শিশু হামে আক্রান্ত হয়েছে, আর হামের উপসর্গজনিত রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৫০৯। এই সময়ে ১ হাজার ৪০৫ শিশু নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, আর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ১ হাজার ৪৬৮ শিশু।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য বলছে, ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ২ লাখ ৪৯ হাজার ৫৬৯, আর নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ২৫ হাজার ৪৪২। এর মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মোট ২ লাখ ২২ হাজার ৯৪৪ রোগী, যাদের মধ্যে ২ লাখ ১৩ হাজার ৮৭০ জন ছাড়পত্র পেয়ে ইতোমধ্যে বাড়ি ফিরেছে।

নামাজের সময়সূচী
১৭ নভেম্বর ২০২৬
মঙ্গলবার

ফজর শুরু	ভোর ৪.৪৬
যোহর শুরু	দুপুর ১১.৪৬
আসর শুরু	বিকেল ৩.৪৮
মাগরিব শুরু	সন্ধ্যা ৫.২৮
এশা শুরু	রাত ৭.৪২

সূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

স্থান পরিবর্তন

পুরাতন ঠিকানা
নতুন বাজার মোড়,
চাঁদপুর।

নতুন ঠিকানা
বিদ্যুৎ অফিসের অপর
পাশে, নতুনবাজার,
চাঁদপুর।

নিউ ক্যাফে ঝীল হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট
মোবাইল : ০১৮১৯-১৪২০২৫, ০১৭৩৪-৮৩৫২০৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
হিলশা ইলেকট্রনিক্স



WALTON KONKA GREE AC কোম্পানির সকল মালামাল পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।
01623-392568, 01818-734125, 01633-153049
শো-রুম ১: ওয়্যারলেছ বাজার, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর। | শো-রুম ২: চৌরাস্তা বাজার, বাগাদী, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির
সবচেয়ে সেরা ভর্তি কোচিং
ইউনিএইড চাঁদপুর
ভর্তি চলছে
৮,০০০ টাকা ছাড়ে!
বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা।
বিগত ৭ বছরে ইউনিএইড চাঁদপুরে কোচিং করে ১৫১ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ ৫৪০ এর অধিক বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স।
বিস্তারিত জানতে : Uniaid Chandpur এর ফেসবুক | 01958020808 Whatsapp এ যোগাযোগ করুন।
ইউনিএইড চাঁদপুর
ছায়াবানী মোড় থেকে ২৫০ গজ দক্ষিণে প্রিমিয়ার হাসপাতালের বিপরীতে।

মোঃ সালাউদ্দিন (জসিম)
প্রোপ্রাইটর
মেসার্স সালাউদ্দিন এন্টারপ্রাইজ
সকল প্রকার সেনিটারী, ইলেকট্রিক, হার্ডওয়্যার মালামাল খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।
টেকনো হান্নান কমপ্লেক্সের বিপরীত পাশে, হাজী মহসীন রোড, চাঁদপুর।
মোবাইল : ০১৬৪৮০১৩২৫৬, ০১৭৩০৭৪০৭৭৮

দৈনিক
চাঁদপুর দিগন্ত
The Daily Chandpur Diganta
সত্য প্রকাশে অবিচল
মঙ্গলবার ১৭ নভেম্বর ২০২৬, ২ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৬ জমাঃ সানি ১৪৪৮ হিজরী

EMC English & Maths Care
আপনার সন্তানকে একাডেমিক ও ক্যারিয়ারে এগিয়ে রাখবে
Spoken English
★Kids Spoken
+ Reading Comprehension
★Advanced Spoken
★Professional Spoken
English Grammar
৫ হাজী মহসিন রোড, স্পোর্টস গ্যালারির সাথেই, নিউতলায়, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।
01974-924300

এসএসসি-এইচএসসির প্রশ্ন ছাপা হবে পরীক্ষার ১ ঘণ্টা আগে : শিক্ষামন্ত্রী

দিগন্ত ডেস্ক

এসএসসি ও এইচএসসিসহ পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস ঠেকাতে নতুন পদ্ধতি চালুর পরিকল্পনা করছে সরকার। এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা শুরুর মাত্র এক ঘণ্টা আগে উপজেলা পর্যায়ে প্রশ্নপত্র ছাপানোর ব্যবস্থা করা হবে। একই সঙ্গে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মডারেশন ও পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতিতেও বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দায়িত্ব নেয়ার পর কোনো পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটেনি। তবে প্রশ্নফাঁসের চেষ্টা যে হয়নি, তা নয়। আগামীতে প্রশ্ন মডারেশন থেকে শুরু করে পরীক্ষা গ্রহণের পুরো প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা হচ্ছে। পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা আগে সরাসরি উপজেলা পর্যায়ে প্রশ্নপত্র ছাপানোর ব্যবস্থা চালুর দিকে এগোচ্ছে সরকার।

তিনি বলেন, শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এরই মধ্যে পরীক্ষা আইনেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে একটি জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান সময়ে মানবসম্পদই একটি দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ কম থাকার বিষয়টি তুলে ধরে মন্ত্রী জানান, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে ইংরেজি মাধ্যম থেকে আসা কোনো শিক্ষার্থীকে তিনি খুঁজে পাননি। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানেও একই চিত্র দেখেছেন। সেখানে মাত্র তিনজন শিক্ষার্থী ইংরেজি মাধ্যম থেকে আসার কথা জানিয়ে হাত তুলেছিলেন।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যানকে আহ্বান জানিয়েছেন বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী।

নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্ব অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ। এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এখন থেকেই নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। শুধু এআইনির্ভর না হয়ে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে মনোযোগী হতে হবে। দেশে অর্থবহ ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষা খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এ কারণে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষার প্রসারে দেশের ৫০৩টি উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ ছাড়া আগামী ২৪ ডিসেম্বর বিদ্যালয়গুলোতে ফলাফল প্রকাশের দিনই শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, তোমরাই আগামীর বাংলাদেশ। তাই নিজেদের সেভাবে যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ● ২-এর পাতায় দেখুন

ভুয়া তথ্য ও আপত্তিকর কনটেন্ট বন্ধে দ্রুত আইন করবে সরকার

দিগন্ত ডেস্ক

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া অপতথ্য, বিভ্রান্তিকর ও আপত্তিকর কনটেন্ট বন্ধে সরকার দ্রুত আইন প্রণয়ন করবে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম।

সোমবার জাতীয় সংসদে বগুড়া-১ আসনের সরকারি দলের সংসদ সদস্য কাজী রফিকুল ইসলামের সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপতথ্য ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে সরকারের কাছে প্রচুর অভিযোগ আসছে। এ ধরনের অপতথ্য ও বিভ্রান্তিকর কনটেন্টের বিস্তার রোধে সরকার কাজ করছে।

তিনি বলেন, 'আমরা খুব শিগগিরই এ বিষয়ে একটি আইন করব। এই সংসদেই আইনটি নিয়ে আসব। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা ধরনের আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট ছড়িয়ে পড়ছে। এগুলো কীভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ● ২-এর পাতায় দেখুন



উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইবনে আল জায়েদ হোসেন।

হাজীগঞ্জে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে মডেল সপ্রাবির উঠান বৈঠক

হাজীগঞ্জ প্রতিনিধি

হাজীগঞ্জে ঝরে পড়া রোধ, উপস্থিতির হার বৃদ্ধি ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হাজীগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে সোমবার (১৬ নভেম্বর) সকালে পৌরসভাধীন ৮নং ওয়ার্ড টোরাগড় এলাকার পাটওয়ারী বাড়িতে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইবনে আল জায়েদ হোসেন বলেন, উঠান বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক উদ্যোগ। যা শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করে। এখানে অভিভাবকদের চিন্তাভাবনা, প্রশ্ন এবং সমস্যার কথা বলতে পারেন।

তিনি বলেন, আপনি যেভাবে উপস্থাপন করতে চান, তারা সেভাবেই গড়ে উঠবে। তাই, এই সময়টার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তাদেরকে সদাচরণ, নিয়মানুবর্তিতা, সহপাঠী, স্বজন ও প্রতিবেশি, ● ২-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন ও প্রশাসনিক জটিলতায় জহিরাবাদ ইউপিতে প্রশাসক নিয়োগ

গোলাম নবী খোকন

মতলব উত্তর উপজেলার ৯ নম্বর জহিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। চেয়ারম্যানের কার্যকাল শেষ হওয়া, দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়া এবং নাগরিক সেবা নিয়ে জনভোগান্তির অভিযোগের প্রেক্ষাপটে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. ফয়সাল মোহাম্মদ আলীকে ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

১৫ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জারি করা অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদা কুলসুম মনি স্বাক্ষরিত আদেশে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধন আইন, ২০২৫-এর ৭ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নিয়োগ দেওয়া হয়।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুরের স্থানীয় সরকার শাখার ১১ নভেম্বর ২০২৬ তারিখের স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে এ নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। আদেশ অনুযায়ী, নবনিযুক্ত প্রশাসক উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. ফয়সাল মোহাম্মদ আলীকে আগামী তিন কার্যদিবসের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বভার বুঝে নিতে বলা হয়েছে। এ সংক্রান্ত অফিস আদেশের স্মারক নম্বর ০৫.৪২.১৩৭৯.০০০.০০০.০৬.০৪ ৭৯.২৬-৮৮৪। আদেশের অনুলিপি স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার, চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় সরকারের উপপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, জহিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলী আক্কাস বাদলের মৃত্যুর পর চেয়ারম্যান পদটি শূন্য হলে উপনির্বাচনে মো. সেলিম মিয়া চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ২০২১ সালের ২৮ নভেম্বর তৃতীয় ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের তফসিল থাকলেও সীমানা-সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দায়েরের পর নির্বাচন স্থগিত করা হয়। রিট পিটিশন নম্বর ৭১৪০/২০২১। ১৬ নভেম্বর ২০২১ নির্বাচন কমিশন এ সিদ্ধান্ত জানায়। পরবর্তীতে ২০২২ সালের ৯ মে নির্বাচন কমিশন পুনরায় তফসিল ঘোষণা করে ১৫ জুন ভোটগ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করে। তবে দীর্ঘ সময় ধরে ইউনিয়নটিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে নতুন পরিষদ গঠনের বিষয়টি অনিশ্চিত থাকায় এবার প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত এসেছে।

নবনিযুক্ত প্রশাসক ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. ফয়সাল মোহাম্মদ আলী বলেন, সরকার আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করব। জহিরাবাদ ইউনিয়নবাসী যাতে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কাঙ্ক্ষিত নাগরিক সেবা পান, সেটি নিশ্চিত করাই হবে আমার প্রধান লক্ষ্য। সরকারি বিধিবিধান মেনে পরিষদের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং উন্নয়নমূলক কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কাজ করব।

অন্যদিকে প্রশাসক নিয়োগের বিষয়ে সাবেক চেয়ারম্যান মো. সেলিম মিয়া বলেন, আমি আজকে একটি ● ২-এর পাতায় দেখুন



নতুন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শাহাদত হোসেনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ নজরুল ইসলাম ।

হাইমচরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহাদত হোসেনের যোগদান

হাইমচর প্রতিনিধি

হাইমচর উপজেলা ভূমি অফিসে নতুন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করেছেন ৪১তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা মো. শাহাদত হোসেন।

সোমবার (১৬ নভেম্বর ২০২৬) তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে হাইমচর উপজেলা ভূমি অফিসে যোগদান করেন।

দীর্ঘদিন ধরে হাইমচর উপজেলা ভূমি অফিসে সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদটি শূন্য ছিল। তাঁর যোগদানের মধ্য দিয়ে এ পদে নতুন কর্মকর্তা দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

নতুন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শাহাদত হোসেনকে হাইমচর উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার নজরুল ইসলাম ফুলেল শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানান। একই সঙ্গে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সম্মানিত হাইমচরবাসীর সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে তিনি ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন।

ফরিদগঞ্জ কে. আর. আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান

ফরিদগঞ্জ প্রতিনিধি

ফরিদগঞ্জ কে. আর. আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের মিলনায়তনে ২০২৫ইং সনের সরকারি ও বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের মেধাবী ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে সম্মাননা স্মারক ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ বেসরকারী স্কুল বোর্ডের আয়োজনে সোমবার (১৬ নভেম্বর ২০২৬) উৎসবমুখর পরিবেশে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ফরিদগঞ্জ কে. আর. আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. মাসুম আলম তালুকদারের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ফরিদগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু হেনা মোস্তফা ● ২-এর পাতায় দেখুন

চাঁদপুরে নতুন সাংস্কৃতিক সংগঠন 'লোকা'র আত্মপ্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলার লোকসংস্কৃতির চর্চা, বিকাশ ও সংরক্ষণের প্রত্যয়ে চাঁদপুরে নতুন সাংস্কৃতিক সংগঠন 'লোকা'র আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। 'বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চায়' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সংগঠনটির ২৩ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

নবগঠিত কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শরীফ উদ্দিন পলাশ এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন সিয়াম খান।

নবগঠিত ২৩ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটির অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্তরা হলেন, সহ-সভাপতি প্রফেসর আলমগীর হোসেন বাহার ও মো. লিটন গাজী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বাধীন দত্ত ও মাকসুদা ইসলাম হ্যাপি, কোষাধ্যক্ষ পিপল চন্দ্র দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক হৃদয় চন্দ্র কর্মকার, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ● ২-এর পাতায় দেখুন



কচুয়ার আশরাফপুরে মাদকবিরোধী সমাবেশে অতিথিবৃন্দ।

আশরাফপুর বাইতুস সালাম জামে মসজিদ কমিটির উদ্যোগে মাদকবিরোধী সমাবেশ

কচুয়া প্রতিনিধি

একটি সুস্থ, সচেতন ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে আশরাফপুর বাইতুস সালাম জামে মসজিদ কমিটির উদ্যোগে এক মাদকবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৫ নভেম্বর রবিবার বিকেলে আশরাফপুর কুমার বাড়ি মসজিদসংলগ্ন মাঠে এই সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়।

"দল-মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি, সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করি"—এই স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত সমাবেশে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মসজিদের মুসল্লি এবং বিভিন্ন বয়সের সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথি কচুয়া উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাসুদ এলাহি সুভাষ বলেন যুবসমাজকে মাদকের ভয়াল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে এলাকার সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি মাদক ব্যবসায়ীদের বয়কট এবং তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলা ও গঠনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান।

আশরাফপুর বাইতুস সালাম জামে মসজিদ খতিব মাওলানা মো: আল আমিন হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক এমরান হোসেন তালুকদারের পরিচালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন- চাঁদপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সহকারী পরিচালক মু: মিজানুর রহমান, কচুয়া থানা সাব ইন্সপেক্টর সোহেল খান, আশরাফপুর ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি হোসেন ইমাম মুন্সী, আশরাফপুর আহসানিয়া উচ্চ বিদ্যালয় এডহক কমিটির সভাপতি এম এ ফয়েজ, আশরাফপুর ইউনিয়ন জামায়েত সাবেক আমির মারুফ আহমেদ সুমন, কচুয়া উপজেলা ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক রইচ উদ্দিন চৌধুরী, উপজেলা বিএনপি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রহমত উল্লাহ, উপজেলা যুবদল সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম তালুকদার, এছাড়া বক্তব্য রাখেন, সাগর তালুকদার, শাহজালাল তালুকদার, সোলতান আহমেদ।



সাচারে কৃষকদের নিয়ে র‍্যালি।

হাইমচরে 'নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন' নিয়ে প্রশিক্ষণ

হাইমচর প্রতিনিধি

হাইমচরে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের (পিডিবিএফ) উদ্যোগে সমিতির সভানেত্রী ও দলনেত্রীদের নিয়ে ৩ দিনব্যাপী 'নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাইমচর উপজেলা নির্বাহী



প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ব্যাগ তুলে দিচ্ছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম।

কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. নজরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিডিবিএফ চাঁদপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী পরিচালক মো. মেজবাউল ইসলাম হামিদী।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সমিতির সভানেত্রী ও দলনেত্রীদের সঞ্চয়ের গুরুত্ব, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সামাজিক ভূমিকা, নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ এবং বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

বক্তারা বলেন, নারীদের নেতৃত্বের বিকাশ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। পাশাপাশি সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং বাল্যবিবাহ ● ২-এর পাতায় দেখুন

সাচারে কৃষকদের নিয়ে র‍্যালি ও সমাবেশ

কচুয়া প্রতিনিধি

কপ-৩১কে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী 'আইল থেকে আন্তালিয়া: ন্যায্য রূপান্তরে কৃষকের অধিকার' প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে সোমবার দুপুরে কচুয়ার সাচার বাজারে আরসিডিএস এর উদ্যোগে সমাবেশ, মানববন্ধন, পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কৃষকের ওপর জলবায়ু সংকটের দায় এবং নিঃসরণ কমানোর বাধ্যবাধকতা চাপানো যাবে না। কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থার রূপান্তর হতে হবে অধিকারভিত্তিক, কৃষকনেতৃত্বাধীন ও প্রান্তিক কৃষক , শ্রমিক, সংগঠক, সেচ ব্যবস্থাপক সহ আশ পাশের এলাকার গ্রাম ও নানান পেশা শ্রেনীর শতাধীক নারী পুরুষ অংশ নেন। এ সময় 'জীবাশ্ম জ্বালানি নয় ঋণ নয়', 'অভিযোজনকে অগ্রাধিকার দাও' এবং 'কৃষকের অধিকারই ন্যায্য রূপান্তর' এসব বার্তা তুলে ধরা হয়।

আয়োজক প্রতিনিধি আরসিডিএস ● ২-এর পাতায় দেখুন

মেসার্স জিহাদ মুজাহিদ ট্রেডার্স
প্রোপাইটর: মোঃ আব্দুল গফুর
● সকল প্রকার সেলুকল, আর্থিংয়ের তার এবং সব ধরনের পাইপ পাওয়া যায়।
● অত্যন্ত দক্ষতার সাথে গভীর নলকূপ বসানো হয়।
ঠিকানা: মিশন রোড রেল ক্রসিংয়ের দক্ষিণ পাশে, চাঁদপুর।
মোবাইল: ০১৮৩৯-৫৯১৯০৭, ০১৭১১-৬৬১০৯৩

ইতিহাসে ১৭ নভেম্বর

১৪০৫ সালে শরীফ উল-হাশিম সুলু সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫২৫ সালে সিন্ধু প্রদেশের মধ্য দিয়ে মোগল সম্রাট বাবর ভারতে তার পঞ্চম অভিযান পরিচালনা করে ভারত বিজয় করেন। ১৭৯৬ সালে নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ানদের পরাজিত করেন। ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২০২৫ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেন।

প্রতি শুক্রবার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের চেম্বার

ডাঃ নুসরাত জাহান (রুম্পা)
এমবিবিএস (ঢাকা), বিসিএস (স্বাস্থ্য)
এফসিপিএস (গাইনী এন্ড অবস্)
ডিজিও, এমসিপিএস (গাইনী এন্ড অবস্)
সিসিডি (বারডেম), বিএমডিসি রেজি নং : এ-৬২৪৮৩
গাইনী বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
গাইনী, প্রসূতি, স্ত্রীরোগ, বন্ধ্যাত্ব ও নিঃসন্তান দম্পতির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও সার্জন
রোগী দেখার সময় ঃ প্রতি শুক্রবার সকাল ১০টা - রাত ৮টা

ডাঃ মোঃ রাশেদুল হাসান
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)
এমসিপিএস (মেডিসিন), এমআরসিপি (ইউকে)
এমডি (গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজী)
স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা
BMDC Reg No : A-71474
মেডিসিন, পরিপাকতন্ত্র ও লিভার বিশেষজ্ঞ
রোগী দেখার সময় ঃ শুক্রবার সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত।

সহকারী অধ্যাপক
ডাঃ সাইফুল ইসলাম খাঁন
এমবিবিএস (ঢাকা) বিসিএস (স্বাস্থ্য)
এমএস (অর্থোপেডিক্স)
জাতীয় অর্থোপেডিক্স হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর)
পঙ্গু হাসপাতাল, ঢাকা (এক্স)
অর্থোপেডিক্স বিভাগ
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, চাঁদপুর।
বিএমডিসি রেজি নং- এ ৪৮৬২৩
হাড় জোড়া, বিকলাঙ্গ, বাত ব্যাথা, ট্রমা, মেরুদন্ড, স্পাইন রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
রোগী দেখার সময় : শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

সহকারী অধ্যাপক
ডাঃ মোঃ মিজানুর রহমান
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)
এম.এস (ই.এন.টি)
আর.এম.ও (রেজিস্ট্রার)
নাক, কান, গলা বিভাগ
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা
বিএমডিসি রেজি নং- এ-৫২৩২৫
নাক, কান, ও গলা রোগ বিশেষজ্ঞ এবং হেড-নেক সার্জন
রোগী দেখার সময় ঃ প্রতি শুক্রবার সকাল ১০টা - সন্ধ্যা ৬টা

সহকারী অধ্যাপক
ডাঃ এইচ এম হাসান ইমাম (সানি)
এমবিবিএস (সিইউ), এমএস (ইউরোলজি)
ইউরোলজি বিভাগ
সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কুমিল্লা
BMDC Reg No : A-73684
কিডনী, প্রষ্টেট, মূত্রথলি, মূত্রনালী, পুরুষ প্রজননতন্ত্র রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বৃহস্পতি ও শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

ডাঃ সাদ্দাম হোসেন তালুকদার
এমবিবিএস (ঢাকা), বিসিএস (স্বাস্থ্য)
এফসিজিপি (ফ্যামিলি মেডিসিন) পিজিটি (রেসপেরটরি মেডিসিন)
জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা।
এক্স মেডিকেল অফিসার, মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা।
বিএমডিসি রেজি নং : এ- ৮২৯১৭
মেডিসিন, হৃদরোগ, বক্ষব্যাধি, চামড়া, বাতজ্বর, এ্যাজমা, এলার্জি ও প্যারালাইসিস রোগের অভিজ্ঞ চিকিৎসক
প্রতি শুক্রবার সকাল ১০টা - রাত ৮টা

দি হিলশা মেডিকেল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার
একটি মাল্টিকেয়ার হাসপাতাল
কুমিল্লা রোড, হাকিম প্লাজা সংলগ্ন উত্তর গেইট পশ্চিম পার্শ্ব, চাঁদপুর।
সিরিয়ালের জন্য : 01818-898356, 01711-621401

চাঁদপুর স্পেশালাইজড হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
৪৪, ঢালী প্লাজা, স্টেডিয়াম রোড (আবুলের দোকান সংলগ্ন), চাঁদপুর।
01897-699100, 01768-860900, 01600-368609
বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ
২৪ ঘন্টা সার্ভিস

সহকারি অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ আসিফ ইকবাল
এম.বি.বি.এস (ঢাকা), বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
এফসিপিএস (মেডিসিন)
সহকারি অধ্যাপক (মেডিসিন)
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, চাঁদপুর।
মেডিসিন, নিউরো মেডিসিন, হৃদরোগ, বাতজ্বর বক্ষব্যাধি, লিভার ও ডায়াবেটিস রোগ বিশেষজ্ঞ।
রোগী দেখেন: মঙ্গলবার, দুপুর ২.৩০টা-রাত ৮টা পর্যন্ত। শুক্রবার, সকাল ১১টা-বিকাল ৩টা পর্যন্ত।

ডা. আয়েশা আফরোজ (লুনা)
এম.বি.বি.এস (ঢাকা), বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
এফসিপিএস (গাইনী এন্ড অবস্)
বিএসএমএমইউ (প্রাক্তন পিজি হাসপাতাল)
সিএমইউ (অল্ট্রাসনোগ্রাফী)
কনসালটেন্ট (গাইনী এন্ড অবস্)
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, চাঁদপুর।
গাইনী, স্ত্রী, প্রসূতি, জন্ম (ব্রেস্ট), নিঃসন্তান দম্পতি বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
রোগী দেখেন: রবিবার ও বৃহস্পতিবার দুপুর ২:৩০ টা - সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

ডা. ওমর ফারুক (সবুজ)
এম.বি.বি.এস (ঢাকা), বিসিএস (স্বাস্থ্য)
এম.এস (ই.এন.টি) ঢাকা মেডিকেল কলেজ
কনসালটেন্ট: (ইএনটি)
নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, চাঁদপুর।
নাক, কান, গলা রোগ বিশেষজ্ঞ ও হেড-নেক সার্জন
রোগী দেখেন: প্রতি রবি ও বৃহস্পতিবার, দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। শুক্রবার, বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

ডা. মোঃ জাকির হোসেন (মানিক)
এমবিবিএস., বিসিএস (স্বাস্থ্য)
এফ.সি.পি.এস (সার্জারী)
এম.এস (ইউরোলজী)
কনসালটেন্ট
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
সার্টিফিকেট কোর্স অন ল্যাপারোস্কোপি (বারডেম)
কিডনী, কিডনী নালী, মূত্রনালী, পোস্টে

দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত
মঙ্গলবার ॥ ১৭ নভেম্বর ২০২৬

সম্পাদকীয়

ফোনে বিনা মূল্যের চিকিৎসা অবিলম্বে স্বাস্থ্য বাতায়ন চালুর উদ্যোগ নিন

দীর্ঘ ১১ বছরের বেশি সময় ধরে দেশের সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় বিনা মূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দেওয়া সরকারি টেলিহেলথ সেবা 'স্বাস্থ্য বাতায়ন ১৬২৬৩' আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। এটা জনস্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগজনকও। প্রথম আলোর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, এই সেবা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া এবং বকেয়া বিল পরিশোধের জটিলতায় জরুরি সেবাটি বন্ধ রয়েছে। যেভাবে এবং যে কারণে এমন একটি জনগুরুত্বপূর্ণ সেবা কোনো ধরনের বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই বন্ধ হয়ে গেল, তা প্রশাসনিক সমন্বয়হীনতা এবং নাগরিকের সেবার প্রতি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উদাসীনতারই বহিঃপ্রকাশ। এমনিতেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চিকিৎসকের সংকটসহ চিকিৎসাসেবার নানামুখী দুর্দশা নিয়ে প্রতিনিয়ত সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। চিকিৎসক ও জনবল ঘাটতি, প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা এবং তদারকির অভাবে জনগণকে সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে প্রায়ই হতাশ হয়ে ফিরতে হয়। জরুরি মুহূর্তে তাঁরা যেমন সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রের সেবা থেকে বঞ্চিত হন, তেমনি বাধ্য হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে যাওয়ার কারণে তাঁদের ওপর বাড়তি আর্থিক চাপও পড়ে। এমন বাস্তবতায় সরকারি টেলিহেলথ সেবা বন্ধ হয়ে যাওয়া নাগরিকদের চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে আরেকটি বড় ধাক্কা।

ফরিদগঞ্জে পুলিশের অভিযানে

হোসেনসহ পুলিশের একাধিক দল এসব অভিযানে অংশ নেয়। অপর মাদকবিরোধী অভিযানে এসআই মো. শফিকুল ইসলাম সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ দায়িত্ব পালন করেন।

গ্রেফতারকৃত ছয় আসামিকে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। অপরদিকে, গাঁজাসহ গ্রেফতার দিদার হোসেনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে তাকেও আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গার্মেন্টস কোনো দলের

নাজিবুর রহমান একটি নোটিশ দিয়েছিলেন।

আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নোটিশটি গতকাল (রোববার) কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও অধিবেশন মুলতবি হওয়ায় এবং আজকের (সোমবার) কার্যতালিকায় তা না থাকায় উষ্মা প্রকাশ করেন বিরোধীদলীয় নেতা। অধিবেশন আর মাত্র দুই দিন চলবে উল্লেখ করে তিনি জানতে চান, এই সময়ের মধ্যে নোটিশটি আলোচনার সুযোগ পাবে কি না।

এর জবাবে স্পিকারের আসনে থাকা ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল জানান, সরকারি দলের চিফ হুইপ ও বিরোধীদলীয় সদস্যদের আলোচনার প্রেক্ষিতে বিষয়টি রোববারের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। যেহেতু গতকাল স্পিকার অধিবেশন মুলতবি করেছেন, তাই এ বিষয়ে স্পিকারের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তীতে জানানো যাবে। তবে আজকের কার্যতালিকায় না থাকায় আলোচনার সুযোগ নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এরপর পুনরায় ফ্লোর নিয়ে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, জাতীয় স্বার্থে আমরা মনে করি এই নোটিশটা আলোচনা হওয়া দরকার। এটা কোনো দলের বিষয় নয়, এটা জাতীয় শিল্প–আমাদের বাঁচাতেই হবে। এখানে আমাদের সামগ্রিক দায়বদ্ধতা আছে। সরকারের দায়বদ্ধতা অবশ্যই বেশি, কিন্তু বিরোধী দল হিসেবে আমরাও দায়মুক্ত নই।

চলতি অধিবেশন থেকে কোনো অবস্থাতেই এই আলোচনা বাদ দেওয়া উচিত নয় উল্লেখ করে জামায়াত আমির ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের দেওয়া এই সেশনে অনেকগুলো নোটিশ, এ পর্যন্ত একটাও এন্ডোর্স (অনুমোদন) হয়নি। তাহলে আমরা এখানে বসে আছি কেন? আমরা তো জাতীয় স্বার্থে কথা বলার জন্য এখানে এসেছি, বসেছি।

অধিবেশনের শেষ দিনে আলোচনার সুযোগ থাকে না উল্লেখ করে আগামীকাল (মঙ্গলবার) যেকোনো মূল্যে গার্মেন্টস খাতের অস্থিরতা বিষয়ক নোটিশটি আলোচ্যসূচিতে রাখার জন্য স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান।

হাজীগঞ্জকে হারিয়ে ডিসি কাপ

করেন মতলব উত্তর উপজেলার ক্রীড়া সংস্থার গোলকিপার মো. সাকিব।

খেলা উপভোগ করতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি আহমেদ জিয়াউর রহমান, চাঁদপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস. এম. এন. জামিউল হিকমা, মতলব উত্তর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদা কুলসুম মনি, হাজীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইবনে আল জায়েদ হোসেন, মতলব উত্তরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) রুবায়েত হাসান।

এছাড়া জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেন। এ জয়ের মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উঠেছে মতলব উত্তর উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা।

পাঁচ ধাপে হবে ইউপি

রয়েছে। তফসিল ঘোষণার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রথম ধাপের নির্বাচন ২১ জানুয়ারি থেকে শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবেন। ২১ জানুয়ারি থেকে প্লাস-মাইনাস ৫০ দিনের মধ্যে এ নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

চাঁদপুরের নতুন অতিরিক্ত

তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-২ শাখা থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. মাহমুদ উল্লাহ মারুফ প্রজ্ঞাপনটিতে স্বাক্ষর করেন।

নোয়াখালী জেলার কৃতি সন্তান সুজন চন্দ্র রায় এর আগে ২০২৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হিসেবে অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। মাঠ প্রশাসনের অভিজ্ঞ এই কর্মকর্তা পদোন্নতি পেয়ে চাঁদপুর জেলা প্রশাসনে যুক্ত হলেন।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, জনসেবা নিশ্চিত করা এবং জেলার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গতিশীল করতে তিনি দ্রুতই চাঁদপুরে তাঁর নতুন কর্মস্থলে যোগদান করবেন।

চাঁদপুরে ভুয়া ডিগ্রিতে

৫ হাজার টাকা, কে আজিজ হোটেলকে ৫ হাজার টাকা এবং মির্জা সুইটসকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানার অর্থ স্বেচ্ছায় পরিশোধ করে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম না করার অঙ্গীকার করে।

অভিযান চলাকালে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ এবং পচা-বাসি খাবার ধ্বংস করা হয়। এ ছাড়া বাজারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

অভিযানে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটি দল সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান ওই কর্মকর্তা।

উপাদী উত্তর ইউনিয়ন

হবে। তৎকালীন চেয়ারম্যানের দেওয়া তথ্য ও প্রতিবেদনের সত্যতা যাচাই না করে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। সরেজমিনে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করে হাইকোর্টে চলমান রিট পিটিশনের জবাবে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

স্মারকলিপিতে জেলা প্রশাসকের প্রতি ইউনিয়নবাসীকে সঙ্গে নিয়ে উভয় স্থান পরিদর্শন, সঠিক তথ্য যাচাই এবং ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়।

ইউনিয়নবাসীর প্রত্যাশা, নিরপেক্ষ তদন্ত ও বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা হবে এবং দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী বর্তমান অবস্থান রক্ষার দাবিটি যথাযথভাবে বিবেচনা করা হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন এলাকাবাসীর পক্ষে মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম গাজী, নুর আলম সিদ্দিকী, শামীম মিয়াজী, আব্দুল আজিজ প্রধান, মোহাম্মদ রিপন প্রধান, মোহাম্মদ বোরহান গাজী, আমান উল্যাহ মিলিটারি, সুবহান বকাউল, মোঃ সাব্বির বকর।

চাঁদপুরে এইচআইভি প্রতিরোধ

রাখেন সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ নুর আলম দীন।

এ সময় তিনি বলেন, এইচআইভি প্রতিরোধ ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক ও জনস্বাস্থ্য বিষয়। যারা সমাজের ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, তাদের কাজের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেউ খারাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, অনেক সময় অনেকে অসৎ সঙ্গ ও নেতিবাচক পরিবেশের প্রভাবে ধীরে ধীরে মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। তাই মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই শিশু-কিশোরদের সচেতন করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, সমাজের ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছে সঠিক স্বাস্থ্যবার্তা পৌঁছে দিতে হলে নির্ভরযোগ্য তথ্য ও বাস্তবভিত্তিক কার্যক্রমের বিকল্প নেই। আপনারা যদি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে নিজেদের কার্যক্রম তুলে ধরতে পারেন, তাহলে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে সমাজের জন্য আপনারা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখছেন। সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে হবে।

সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. নজরুল ইসলাম, চাঁদপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ইন্সপেক্টর মো. হুমায়ুন কবির।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার আব্দুল্লাহ আল জুবায়ের ও জান্নাতুল মাওয়া, চাঁদপুর মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সোহেল শিকদার, পিএসটিসির ম্যানেজার মোস্তাক আহমেদ, ফিল্ড সুপারভাইজার ও স্যাকমো অলক কুমার রায়, প্রোগ্রাম টেকনিক্যাল অফিসার নকিব ভূঁইয়া, নবরূপ মানবিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক পি এম বিল্লাল এবং বাঁধন হিজড়া সংঘের সাব-ডিআইসি ইনচার্জ আব্দুল মোতালেব ভূঁইয়াসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

সভায় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ, সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় জোরদারের বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

নির্বাচনী পরীক্ষার ফল

বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। এ সময় উপস্থিত শিক্ষক ও অভিথিরা অভিভাবকদের বক্তব্য শোনেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দেন।

নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা শেষে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার কথা বিবেচনায় বিদ্যালয়ে একটি ভেন্ডিং মেশিন উদ্বোধন করেন অতিথিরা। আয়োজকরা জানান, বিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা অনেক সময় প্রয়োজনীয় স্যানিটারি প্যাড বাইরে থেকে কিনতে সংকোচ বোধ করে। শিক্ষার্থীদের এ ধরনের অসুবিধার কথা বিবেচনা করেই বিদ্যালয়ে ভেন্ডিং মেশিনটি স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সহজে প্রয়োজনীয় স্যানিটারি প্যাড সংগ্রহ করতে পারবে।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

কেমিক্যাল-কীটনাশকে নীল

কীটনাশকের বিষে আমাদের শরীরগুলো নীল হয়ে যাচ্ছে। মাসের পর মাস প্যাকেটবন্দি রাখলেও ফল নষ্ট হয় না। দিনের পর দিন রাখলেও পচে না মাছ। কেমিক্যাল না দিলে যেন কোনো শিশুখাদ্য হয় না। পশুর চর্বিযুক্ত বিষাক্ত খাবার খাইয়ে চাষ করা হচ্ছে মাছ-মুরগি। ইনজেকশন দিয়ে মোটাতাজা করা হচ্ছে গরু।

এক রাতের হিটে কিংবা কেমিক্যালযুক্ত পানির বালতিতে চুবালেই মুহূর্তে পেকে যাচ্ছে কাঁচা কলা ও পেঁপে। বাজারে বিক্রি হওয়া বিভিন্ন পণ্যে অ্যালুমিনিয়াম, পটাশিয়াম, সালফেট, সোডিয়াম, হাইড্রোসালফাইট, সারফেস অ্যাকটিভের মতো রাসায়নিক ও ভারী ধাতুর উপস্থিতি পাওয়া গেছে বিভিন্ন পরীক্ষায়।

এছাড়া আচার, জুস, সস, চিপস, চানাচুর, মুড়ি, ফলের রস, মরিচ-হলুদের গুঁড়া, ঘি, পাউডার দুধ, সরিষার তেল, সয়াবিন তেল, মাখন, ডালডা, মধুসহ এমন কোনো পণ্য নেই, যার মধ্যে ভেজাল দেওয়া হচ্ছে না।

সক্রিয় তিন সংস্থা

নাগরিকদের জন্য নিরাপদ খাদ্যমান নিশ্চিতে এবং খাদ্যে ভেজালের লাগাম টানতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)। গুরুত্ব বিবেচনায় সরকারের অপর দুই প্রতিষ্ঠান জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকেও (বিএফএসএ) নিযুক্ত করা হয়েছে এই কাজে। তিনটি প্রতিষ্ঠানই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করে ভোক্তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কাজ করছে।

খাদ্যে বিষ ও ভেজাল রোধে সরকার ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৫, নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ প্রণয়ন করেছে। এমনকি ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনেও খাদ্যে ভেজাল দেওয়া ও বিক্রির সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। কিন্তু এসব আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় সাধারণ জনগণ সুফল পাচ্ছে না।

এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী-শিল্পপতির অশুভ তৎপরতায় দেশে নিরাপদ খাদ্য পাওয়া অনেকটা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ভেজাল-নকলকারীদের ধরতে এসব সংস্থা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। অপরাধীদের শনাক্ত করে জেল-জরিমানাও করছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা সুদূরপরাহত।

১১২ নমুনায় ভেজাল

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের (বিএফএসএ) এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, বাজার থেকে সংগ্রহ করা ১,৭৫৬টি খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষা করে সেগুলোর ৫৮৬টিতেই ভেজাল ও দূষণ পাওয়া গেছে। এর ১১২টি নমুনায় সরাসরি ভেজাল উপাদান শনাক্ত হয়েছে।

৮২টি খাদ্যপণ্য পরীক্ষায় গড়ে ৪০ শতাংশ খাদ্যে সহনীয় মাত্রার চেয়ে ৩ থেকে ২০ গুণ বেশি নিষিদ্ধ ডিডিটি ও অন্যান্য বিষাক্ত উপাদান পাওয়া গেছে। পরীক্ষায় মুরগি ও মাছে মিলেছে ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক।

এছাড়া ফলমূলে ৩৫ শতাংশ এবং শাকসবজিতে ৫০ শতাংশ কীটনাশকের উপস্থিতি ধরা পড়ে। লবণে পাওয়া গেছে সহনীয় মাত্রার চেয়ে ২০ থেকে ৫০ গুণ বেশি সিসা। চালের ১৩টি নমুনায় অতিমাত্রায় আর্সেনিক এবং পাঁচটিতে পাওয়া গেছে ক্রোমিয়াম। সিসাসহ ভারী ধাতু পাওয়া গেছে হলুদের গুঁড়ার ৩০টি নমুনায়।

ডিটারজেন্টে খাঁটি দুধ

জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরির (এনএফএসএল) তরল দুধের নমুনা পরীক্ষায় দেখা যায়, গরুর দুধ এবং প্যাকেটজাত দুধের মধ্যে রয়েছে মানবদেহের জন্য চরম ক্ষতিকর মাত্রাতিরিক্ত বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান সিসা, টেট্রাসাইক্লিন, কীটনাশক, ট্যানারির কেমিক্যাল ক্রোমিয়াম, অ্যান্টিবায়োটিক, আলফাটক্সিন, পেস্টিসাইড, সিপ্রোসিন এবং এনরোফ্লোক্সাসিন।

এছাড়া রসায়াবিন তেল, ডিটারজেন্ট, সোডা, চিনি, লবণ, গুঁড়াদুধ, প্রিজারভেটিভ, বিভিন্ন কেমিক্যাল এবং সামান্য পরিমাণ তরল দুধ মিশিয়ে দীর্ঘ সময় ব্লেন্ডার মেশিনে দিয়ে তৈরি করা হয় গরুর খাঁটি দুধ।

এনএফএসএল সম্প্রতি সারা দেশ থেকে কাঁচা তরল দুধের ৯৬টি নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে। এতে দেখা যায়, ৯৩টিতেই রয়েছে ক্ষতিকর রাসায়নিকের উপস্থিতি। প্যাকেটজাত দুধের ৩১টি নমুনা পরীক্ষা করে ১৮টিতেই ভয়াবহ ভেজাল মিলেছে। দুধের মাধ্যমে এসব রাসায়নিক উপাদান শরীরে গিয়ে লিভার সিরোসিস, ক্যানসার, কিডনি রোগসহ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ।

মাছ এখন পচে না!

একটি সময় ছিল বাজার থেকে পচা মাছ কেনার দায়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া লেগেই থাকত। ব্যবসায়ীদের কল্যাণে এ-সংক্রান্ত ঝগড়া এখন হয় না বললেই চলে। কারণ, মাছ এখন আর পচে না। বাজারে বিক্রি হওয়া প্রায় সব মাছই টাটকা-সতেজ।

দীর্ঘ সময় সতেজ রাখতে অসাধু ব্যবসায়ীরা মাছে ফরমালিন মেশান। এটি মূলত পচনরোধী রাসায়নিক পদার্থ। এটি বিপজ্জনক এবং বিষাক্ত। আর ক্রেতারা তা কিনে নিচ্ছেন খুশিমনে। এভাবেই দিনের পর দিন ফরমালিন খেয়ে নষ্ট হচ্ছে মানুষের লিভার, কিডনি, বিকল হচ্ছে ফুসফুস ।

আন্তর্জাতিক ক্যানসার গবেষণা সংস্থা ও আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফরমালিনকে মানুষের শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হিসেবে ঘোষণা করেছে। ফরমালিন মূলত মর্গে মৃতদেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংরক্ষণের জন্যই ব্যবহার করা হয়।

খাবারে কাপড়ের রং

একাধিক শিল্পোদ্যোক্তা এবং বিএসটিআই ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ফুড গ্রেডের নামে খাদ্যশিল্পে কাপড়ের রাসায়নিক রং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সাম্প্রতিক এক অভিযানে এই রং নিয়ে ঘটেছে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। রাজধানীর বেইলি রোডের একটি স্বনামধন্য কাচ্চি বিরিয়ানি বিপণনকারী রেস্টুরেন্টে অভিযানকালে দায়িত্বে থাকা ম্যানেজার এবং তার সহকারীকে দুই গ্লাস 'ফুড গ্রেড' রং খেতে দেন ম্যাজিস্ট্রেট। তারা কোনোভাবেই রাজি না হলে ওই রং কাচ্চির সঙ্গে মিশিয়ে খেতে বলা হয়। তাতেও রাজি হননি তারা।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেন, কম টাকায় খাবার রাঙ্গাতে কাপড়ে ব্যবহারের রং খাবারে মেশান তারা। একইভাবে মিষ্টির রং সাদা ও জিলাপি মচমচে রাখার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ক্ষতিকর রাসায়নিক হাইড্রোজ।

পাবনার সাঁথিয়ায় পামওয়েলের সঙ্গে রং মিশিয়ে সরিষার তেল উৎপাদন করায় ভোক্তা অধিদপ্তর দুটি প্রতিষ্ঠানকে লাখ টাকা জরিমানা করে।

নাশতায় ক্যানসারের উপাদান

সকালের নাশতায় আমরা সাধারণত অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার (ইউপিএফ), অতিরিক্ত লাল মাংস, শর্করা-সমৃদ্ধ খাবার, পটাশিয়াম ব্রোমেটসমৃদ্ধ পাউরুটি, অ্যাসপার্টেম ফ্লেভারযুক্ত দই প্রভৃতি পছন্দের তালিকায় রাখি। এসব খাবার সুস্বাদু, সহজলভ্য এবং চটজলদি তৈরি হয়ে যায় ।

অথচ এসব খাবারের মাধ্যমে কেবল ক্যালোরি গ্রহণই বাড়ে না, বরং মুখের ক্যানসারের ঝুঁকিসহ বিভিন্ন রোগের কারণও হয়ে দাঁড়ায়।

ইউরোপের বৃহত্তম গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইউরোপিয়ান প্রসপেক্টিভ ইনভেস্টিগেশন ইনটু ক্যানসার অ্যান্ড নিউট্রিশন (ইপিআইসি) এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের ওপর গবেষণায় বলছে, প্রতিদিনের সকালের খাদ্যতালিকায় যেসব খাবার রয়েছে তার মধ্যে- রুটি, ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল, হ্যাম, আইসক্রিম এবং চিপসের মতো আল্ট্রা-প্রসেসড ফুডগুলোসহ ৩৪ ধরনের ক্যানসার সৃষ্টিকারী খাবার এই তালিকায় রয়েছে।

ইন্ডিয়ান সেন্টার অব সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের গবেষণায় দেখা গেছে, ৩৮টি পাউরুটির ব্র্যান্ডের মধ্যে ৮৪ শতাংশেই ক্যানসার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে।

গবেষণা বলছে, যারা বেশি পরিমাণে অপরিশোধিত চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ করেন, তাদের শরীরে ক্যানসার কোষ তৈরি হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। ১০ শতাংশ অপরিশোধিত চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ করলে মাথা ও ঘাড়ের ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি ২৩ শতাংশ এবং খাদ্যনালির ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি ২৪ শতাংশ বেড়ে যায়।

জাতিকেই অসুস্থ করে তুলছে

ভেজাল খাবার এবং ভুল খাদ্যাভ্যাসের কারণে দেশে রোগী, ডাক্তার, হাসপাতাল, ওষুধের ব্যবহার এবং মৃত্যুহার দিনদিন বেড়েই চলেছে বলে দাবি করেন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (ডব্লিউইউএসটি) হেলথ সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মজিবুল হক।

তিনি বলেন, কৃষি এখন আর কৃষকের হাতে নেই। কৃষি চলে গেছে বহুজাতিক কোম্পানির দখলে। উচ্চফলনশীল জাতের নামে তারা প্রাকৃতিক খাবারগুলোকেও ক্ষতিকারক করে ফেলছে। আর পশ্চিমাদের অনুসরণ করতে গিয়ে দেশের মোট জনশক্তির একটা বড় অংশ অস্বাস্থ্যকর খাবারের দিকে ঝুঁকছে।

ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফার মানসিকতা পুরো জাতিকেই অসুস্থ করে তুলছে দাবি করে তিনি বলেন, সরকারের উচিত পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোকে আরো সক্রিয় করে ভেজালের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা। অন্যথায় আগামী দিনগুলোতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের আরো বড় অংশ বরাদ্দ করতে হবে ওষুধের পেছনে।

অন্যদিকে, ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর খাবার এখন নীরব ঘাতকে পরিণত হয়েছে মন্তব্য করে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. শামীম আহমেদ বলেন, ভেজাল খাবার লিভার ও কিডনির মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের কার্যকারিতা নষ্ট করে ফেলছে। বিষ মিশ্রিত খাবারে শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে।

তিনি জানান, এসব খাবার মানুষের পেটে গিয়ে হজমে সমস্যা থেকে শুরু করে পাতলা পায়খানা ও ক্যানসারের মতো জটিল রোগের ঝুঁকি বাড়ছে। সবকিছু চোখের সামনেই হচ্ছে। প্রতিরোধ সংস্থাগুলো কাজও করছে। প্রতিনিয়ত জেল-জরিমানা করছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য

এদিকে, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসকে অকাল মৃত্যু ও বিভিন্ন অসংক্রামক রোগের অন্যতম প্রতিরোধযোগ্য ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ।

সংস্থাটির তথ্যমতে, বিশ্বজুড়ে বর্তমানে প্রায় ৮৩০ মিলিয়ন মানুষ ডায়াবেটিসে, ৩০ থেকে ৭৯ বছর বয়সি ১.৪ বিলিয়ন মানুষ উচ্চ রক্তচাপে, অর্ধ বিলিয়নেরও বেশি মানুষ হৃদরোগের মতো অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত। প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় ৪৩ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু ঘটে বিভিন্ন অসংক্রামক রোগে, যা মোট মৃত্যুর ৭৫ শতাংশ। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ১১ মিলিয়ন মানুষ মারা যায় বলেও জানিয়েছে ডব্লিউএইচও। দেশে প্রায় ১৩.৯ মিলিয়ন মানুষ ডায়াবেটিসে এবং ২৩.৫ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ উচ্চ রক্তচাপসহ বিভিন্ন অসংক্রামক রোগে ভুগছেন।

ডব্লিউএইচও পরিচালিত গবেষণার তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে বছরে প্রায় পাঁচ লাখ ৭০ হাজার ২৬৩ জন মানুষ মারা যায় বিভিন্ন অসংক্রামক রোগে, যা মোট মৃত্যুর প্রায় ৭১ শতাংশ এবং যার ১৯ শতাংশই অকালমৃত্যু।

নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে চলমান কার্যক্রম আরো জোরদার করার পরিকল্পনা রয়েছে জানিয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য (আইন ও নীতি) আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, জেলা পর্যায় থেকে দেশব্যাপী অভিযান ও মনিটরিং কার্যক্রম বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ও সহায়তার বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে।

তিনি জানান, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে শুধু আইন প্রয়োগ নয়, খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিপণনের প্রতিটি পর্যায়ে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। খাদ্যের মূল উপাদানের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা এবং অবৈধ রং, গন্ধ ও ক্ষতিকর অ্যাডিটিভসের ব্যবহার বন্ধে পরিচালিত হচ্ছে গবেষণা ও কারিগরি কার্যক্রম।

নিরাপদ খাদ্য ক

এইচএসসির ফল বিপর্যয়: দায় কার, করণীয় কী?

জাকির মজুমদার

চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষার গড় পাসের হার ছিল ৬২ দশমিক ২৫ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় ৩৮ শতাংশ অকৃতকার্য। এসএসসির পর এবার এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল আরও বিপর্যয়কর। এইচএসসিতে কৃতকার্য হয়েছে ৫২দশমিক ১২ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য।

বড় দুটি পাবলিক পরীক্ষার এমন ফলাফল নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। এখানে শুধু বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর অকৃতকার্য হওয়ার বিষয় নয়; বরং আমাদের পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষকসমাজ ও সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব ও সক্ষমতা এবং রাষ্ট্রের করণীয় নির্ধারণের বিষয়ও জড়িত।

পরীক্ষার ফল খারাপ হলে আমরা সাধারণত শিক্ষার্থীদের অমনোযোগ, পড়াশোনায় অনীহা কিংবা মেধার ঘাটতিকে দায়ী করি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, একজন শিক্ষার্থী কেন পড়ার টেবিল থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? কেন তার পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ কমছে? দীর্ঘ শিক্ষাজীবন পার করার পরও কেন সে প্রত্যাশিত প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাদের পারিবারিক পরিবেশ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং সামগ্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ করতে হবে।

অভিভাবকদের অসচেতনতা ও নজরদারির অভাব

শিক্ষার্থীদের ফল বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে অভিভাবকদের অসচেতনতা ও দায়িত্বহীনতাকে বিবেচনায় নিতে হবে। সন্তানকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো এবং প্রাইভেট ও কোচিংয়ে পাঠিয়ে ভালো ফল প্রত্যাশা করলেই অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ হয় না। সন্তানের প্রতিদিনের পড়াশোনা, বন্ধুবান্ধব, চলাফেরা, অবসর কাটানোর ধরন, প্রযুক্তির ব্যবহার ও মানসিক অবস্থার প্রতিও নজর রাখা জরুরি। সন্তান নিয়মিত ক্লাসে যাচ্ছে কি না, পড়াশোনা করছে কি না, কিংবা পরীক্ষার প্রস্তুতি কেমন- এসব বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার অভ্যাস অনেক পরিবারে অনুপস্থিত। সন্তানের প্রতি ভালোবাসার পাশাপাশি প্রয়োজন দায়িত্বশীল শাসন, সময় দেওয়া, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও নিয়মিত তদারকি। সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠনে অভিভাবকের ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই।



স্মার্টফোনের সহজলভ্যতা ও আসক্তি

তথ্যপ্রযুক্তি ও স্মার্টফোন আধুনিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। কিন্তু এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার শিক্ষার্থীদের জন্য হুমকিও। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন গেম, ভিডিও এবং বিনোদনমূলক কনটেন্টে অনেক শিক্ষার্থীর মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। দীর্ঘ সময় স্ক্রিনে থাকার অভ্যাস ঘুম, সময় ব্যবস্থাপনা ও পড়াশোনায় মনোযোগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। প্রযুক্তি যখন শিক্ষার সহায়ক না হয়ে প্রধান বিনোদন ও আসক্তির উপকরণে পরিণত হয়, তখন স্বাভাবিক শিক্ষাজীবন ব্যাহত হওয়াই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন দায়িত্বশীল ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ।

অযাচিত সঙ্গ, আড্ডা ও পড়াশোনাবিমুখতা

কৈশোর ও তারুণ্যে বন্ধু ও সঙ্গের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। ভালো সঙ্গ একজন শিক্ষার্থীকে এগিয়ে নিতে পারে, আবার অসুস্থ সঙ্গ তাকে বিপথেও পরিচালিত করতে পারে। অপ্রয়োজনীয় আড্ডা, উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরা ও নেতিবাচক বন্ধুদের প্রভাবে অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারায়। এখানে শুধু শিক্ষার্থীকে দায়ী করলে চলবে না। অভিভাবক, শিক্ষক ও সমাজের দায়িত্ব হলো তরুণদের জন্য সুস্থ বিনোদন, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও সৃজনশীল বিকাশের পরিবেশ তৈরি করা।

শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্বহীনতা

শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকদের পেশাগত দায়িত্ববোধ, পাঠদানের মান, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। শিক্ষকতার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পাঠ্যবিষয় বোঝানো, চিন্তাশক্তি বিকশিত করা, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ শেখানো এবং জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী করে তোলা।

অথচ অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের চেয়ে প্রাইভেট পড়ানো ও কোচিংনির্ভরতা বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। কিছু শিক্ষক ব্যক্তিগত স্বার্থে রাজনৈতিক আনুগত্য ও সুবিধার দিকে ঝুঁকে পড়ছেন, যার প্রভাব পড়ছে পেশাগত দায়িত্ব পালনে। তবে সব শিক্ষককে একই বিবেচনায় দেখার সুযোগ নেই। অনেক শিক্ষক সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন।

সনাতন শিক্ষাপদ্ধতি ও সময়োপযোগী পাঠ্যক্রমের অভাব

শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল কিংবা সনদ অর্জন নয়; বরং জ্ঞান, দক্ষতা, সৃজনশীলতা, নৈতিকতা ও বাস্তব জীবনের উপযোগী সক্ষমতা অর্জন। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এখনো মুখস্থনির্ভরতা, পরীক্ষাকেন্দ্রিক প্রস্তুতি ও সনাতন পাঠদান পদ্ধতির প্রাধান্য রয়েছে। শিক্ষার্থীরা অনেক সময় বুঝে শেখার পরিবর্তে পরীক্ষায় কী আসবে বা কীভাবে বেশি নম্বর পাওয়া যাবে, সেদিকেই বেশি মনোযোগী হয়।

পাঠ্যক্রম যুগোপযোগী, বিজ্ঞানভিত্তিক, আনন্দময় ও কর্মমুখী না হলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে না। শ্রেণিকক্ষের পাঠ বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে আগ্রহ কমে যায়। প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, ভাষা, কারিগরি দক্ষতা, সমস্যা সমাধান ও সৃজনশীল চিন্তাকে শিক্ষার মূল ধারায় যুক্ত করা জরুরি। শিক্ষার্থীদের বোঝাতে হবে, শিক্ষা শুধু পরীক্ষার জন্য নয়; নিজের জীবন ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য।

নৈতিক শিক্ষা, পারিবারিক বন্ধন ও মূল্যবোধের সংকট

শিক্ষার সঙ্গে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। ভালো ফল করলেই একজন শিক্ষার্থী প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হয়ে ওঠে না। তার মধ্যে সততা, দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা, মানবিকতা, আত্মসম্মান ও আত্মনিয়ন্ত্রণের চর্চাও থাকতে হবে। বর্তমানে অনেক পরিবারে পারস্পরিক সময় দেওয়া, সন্তানদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার চর্চা কমছে। পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হলে সন্তানের মানসিক বিকাশ ও আচরণেও তার প্রভাব পড়ে।

অন্যদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা, অনৈতিকতার দৃষ্টান্ত ও সামাজিক অবক্ষয়ের বিভিন্ন উপাদান কিশোর-তরুণদের প্রভাবিত করছে। চারপাশে দেখা আচরণ ও দৃষ্টান্তের কিছু অংশ তারা নিজেদের জীবনেও অনুসরণ করে। তাই শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নয়; পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রেরও।

শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য ও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগের ঘাটতি

ফল বিপর্যয়ের আলোচনায় শিক্ষার সুযোগ ও মানের বৈষম্যও গুরুত্বপূর্ণ। শহর ও গ্রামের এবং সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাঠদানের পরিবেশ, শিক্ষকসংকট, অবকাঠামো, বিজ্ঞানাগার, গ্রন্থাগার ও প্রযুক্তিগত সুবিধায় পার্থক্য রয়েছে।

অনেক শিক্ষার্থী পর্যাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ ও মানসম্মত পাঠদানের সুযোগ পায় না। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অনেকে কোচিং ও প্রাইভেটনির্ভর শিক্ষায় পিছিয়ে থাকে। কারও পরিবারে শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ নেই, আবার কারও ক্ষেত্রে মানসিক চাপ ও পারিবারিক সংকট পড়াশোনায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এসব বাস্তবতা বিবেচনা না করে শুধু শিক্ষার্থীদের অমনোযোগী আখ্যা দেওয়া সমস্যার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের পরিবর্তে দায় এড়িয়ে যাওয়ার শামিল।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির দুর্বলতা

শিক্ষার্থীরা প্রকৃত অর্থে কতটা শিখছে, তা মূল্যায়নে আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতিও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। শুধু চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল দিয়ে একজন শিক্ষার্থীর পুরো শিক্ষাজীবন মূল্যায়ন যথেষ্ট নয়। নিয়মিত শ্রেণি মূল্যায়ন, সৃজনশীল চিন্তা, ব্যবহারিক জ্ঞান, উপস্থিতি, ধারাবাহিক অগ্রগতি ও বিষয়ভিত্তিক দুর্বলতা চিহ্নিত করার কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

একই সঙ্গে প্রশ্নপত্রের মান, পাঠ্যসূচির সঙ্গে প্রশ্নের সামঞ্জস্য, পরীক্ষার প্রস্তুতি ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি। শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়ে কেন দুর্বল হচ্ছে, তা আগেই শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া গেলে চূড়ান্ত পরীক্ষায় বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানো সম্ভব।

দায় এড়ানোর সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে

শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফল খারাপ হলে অভিভাবক শিক্ষকদের দায়ী করেন, শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের অমনোযোগী বলেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরে। আর নীতিনির্ধারকেরা অনেক সময় সমস্যার গভীরে না গিয়ে ফলাফল প্রকাশের মধ্যেই দায়িত্ব শেষ করেন। এই দায় এড়ানোর সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফলাফল পর্যালোচনা, বিষয়ভিত্তিক অকৃতকার্যতার কারণ অনুসন্ধান, শিক্ষকদের পাঠদানের মান যাচাই ও শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। পাশাপাশি অভিভাবক-শিক্ষক সমন্বয়, কাউন্সেলিং, মানসিক সহায়তা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি।

পরিশেষে বলতে চাই, বড় দুটি পাবলিক পরীক্ষার ফল বিপর্যয় কেবল পরিসংখ্যান নয়; এটি আত্মসমালোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসার উপলক্ষ। প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থীর অকৃতকার্য হওয়ার দায় শুধু তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে আমরা দায়িত্ব শেষ করতে পারি না। একজন শিক্ষার্থী যখন পড়াশোনায় আগ্রহ হারায়, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়; তখন এর পেছনে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, সামাজিক পরিবেশ ও শিক্ষাব্যবস্থার কোন কোন সীমাবদ্ধতা কাজ করছে, তা খুঁজে দেখা জরুরি।

লেখক: সাংবাদিক, সংগঠক ও সমাজকর্মী

মোঃ তানজিদ কোতয়ালের গল্প

ঘুমের রাজা ও পাতিলের রাজা

বিকেলের মায়াবী আলো তখন ধীরে ধীরে গলির পথ বেয়ে নেমে আসছিল। পশ্চিম আকাশের সোনালি রোদে ধুলোমাখা পথটিও যেন অলস দুপুরের ঘুম ভেঙে নতুন করে জেগে উঠেছে। কাঁধে বইভর্তি ব্যাগ নিয়ে আমি এগিয়ে চলেছি শিক্ষিকা উম্মে হাবিবা দোলন ম্যামের বাসার দিকে।

ম্যাম অত্যন্ত ভদ্র, দায়িত্বশীল ও সময়নিষ্ঠ একজন শিক্ষক। সময়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও শৃঙ্খলাবোধ আমাকে বরাবরই মুগ্ধ করে। নির্ধারিত সময়ের ব্যাপারে তিনি বেশ সচেতন। তাই তাঁর কাছ থেকে পড়াশোনার পাশাপাশি সময়ের মূল্য সম্পর্কেও অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়।

সেদিন বিকেল পাঁচটায় প্রাইভেট পড়া শুরু হওয়ার কথা। নিয়ম মেনেই আমি যথাসময়ে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু বিধিবাম! ম্যাম তখনো বাসায় ফেরেননি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর জানতে পারলাম, স্কুলে জরুরি মিটিং থাকায় তাঁর ফিরতে একটু দেরি হবে।

ভাবলাম, সময়টা অযথা নষ্ট না করে বই খুলে বসি। বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে নিজেকে বেশ দায়িত্বশীল ছাত্র বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু শরীরের ক্লান্তি আর চোখের পাতার মধ্যে তখন যেন এক অঘোষিত যুদ্ধ চলছে। একবার চোখ বন্ধ হচ্ছে, আবার খুলছি। নিজেকে বোঝাচ্ছি, 'না, এখন ঘুমানো চলবে না। পড়তে এসেছি, ঘুমাতে নয়!'

কিন্তু ঘুমের সঙ্গে পেরে ওঠা কি আর এত সহজ?

কখন যে বইয়ের পাতা থেকে চোখ সরে গিয়ে ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করেছি, তা নিজেও বুঝতে পারিনি। মৃদু বাতাসে জানালার পর্দা দুলছিল, বাইরে পাখিরা আপন মনে ডাকছিল। চারপাশের নীরবতা যেন ঘুমকে আরও আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল। একসময় আমি খাটের ওপর এমন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লাম, যেন ওই বাড়ির ছাত্র নই, বরং ঘুমের রাজ্যের কোনো একচ্ছত্র অধিপতি!

হঠাৎ দরজার শব্দে ঘুমের রাজ্যে ভূমিকম্প শুরু হলো। চোখ মেলে তাকাতেই দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে আছেন উম্মে হাবিবা দোলন ম্যাম। মুখে মৃদু হাসি, চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক। আমি তড়াক করে উঠে বসলাম। চোখ দুটো ভালো করে কচলালাম। কয়েক মুহূর্তের জন্য বুঝতেই পারছিলাম না–আমি কি এখনো স্বপ্ন দেখছি, নাকি সত্যিই ম্যামের সামনে বসে আছি!

ম্যাম মুচকি হেসে বললেন,

– বাহ! তোমার পড়াশোনার মনোযোগ দেখে তো আমি রীতিমতো মুগ্ধ! বইয়ের সঙ্গে ঘুমের এমন নিবিড় সম্পর্ক সচরাচর দেখা যায় না!

আমি লজ্জায় মাথা নিচু করে বললাম,

– ম্যাম, আপনি আসতে একটু দেরি করছিলেন। তাই ভাবলাম, অপেক্ষা করতে করতে একটু বিশ্রাম নিই। কিন্তু কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, বুঝতেই পারিনি।

ম্যাম হাসি চেপে বললেন,

– বুঝলাম! তা তোমার বিশ্রামের গভীরতা দেখে মনে হচ্ছে, ঘুমের ওপর গবেষণা করলে তুমি ভালোই ফলাফল করতে পারবে। আচ্ছা, আজ তোমার জন্য বিশেষ একটি হোমওয়ার্ক থাকল।

আমি কিছুটা আগ্রহ নিয়ে তাকালাম।ম্যাম বললেন,

– বিষয় হলো, 'চোখ কচলানোর উপকারিতা'। আগামী দিন একখানা রচনা লিখে নিয়ে আসবে। তবে খেয়াল রেখো, রচনা লিখতে গিয়ে যেন আবার ঘুমিয়ে না পড়ো!

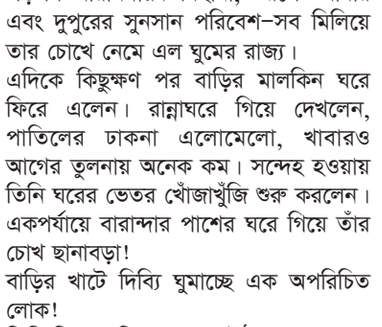
ঘরের মধ্যে উপস্থিত সবাই হেসে উঠল। আমিও লজ্জিত মুখে একটু হাসলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, পরের দিন থেকে প্রাইভেটে আসার আগে অন্তত মুখে ঠান্ডা পানির ঝাপটা দিয়ে আসব। আর যাই হোক, খাটের রাজত্ব আর নয়!

কিন্তু সেদিনের আসল মজার গল্পটি তখনো বাকি ছিল। আমার ঘুমকাতুরে কাণ্ড দেখে ম্যামের মনে পড়ে গেল আরও এক পুরোনো হাসির ঘটনা। তিনি আমাদের শোনাতে শুরু করলেন এক অদ্ভুত চোরের কাহিনি।

গল্পটা হলো পাতিলের রাজা।

ঘটনাটি প্রায় এক বছর আগের।

এক দুপুরে এক অদ্ভুত প্রকৃতির চোর চুপিচুপি একটি বাড়িতে প্রবেশ করল। তার উদ্দেশ্য ছিল চুরি করা। কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই সে এমন



এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলো, যা তার চুরির পরিকল্পনাকেই সাময়িকভাবে বিশ্রামে পাঠিয়ে দিল।

প্রথমে সে বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় মূল্যবান জিনিসপত্র খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথাও তেমন কিছু পেল না। একপর্যায়ে তার চোখ পড়ল রান্নাঘরের দিকে। সেখানে গিয়ে দেখল, পাতিলে ভাত আর তরকারি রাখা আছে।

চোরটির পেট তখন ক্ষুধায় যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সে ভাবল, 'চুরি তো পরেও করা যাবে, কিন্তু ক্ষুধার সঙ্গে যুদ্ধ করে কি আর চুরি করা সম্ভব?'

অতএব, আর দেরি না করে সে রান্নাঘরে বসেই ভাত-তরকারি খেতে শুরু করল। এমন তৃপ্তি নিয়ে খেল, যেন সে কোনো চোর নয়, বরং বাড়ির বহুদিনের পরিচিত অতিথি!

খাওয়া শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে সে মনে মনে বলল, 'এবার একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক। তারপর ঠান্ডা মাথায় কাজ শুরু করব।'

এই ভেবে সে বাড়ির একটি খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আরামদায়ক বিছানা, ভরপেট খাবার এবং দুপুরের সুনসান পরিবেশ–সব মিলিয়ে তার চোখে নেমে এল ঘুমের রাজ্য।

এদিকে কিছুক্ষণ পর বাড়ির মালকিন ঘরে ফিরে এলেন। রান্নাঘরে গিয়ে দেখলেন, পাতিলের ঢাকনা এলোমেলো, খাবারও আগের তুলনায় অনেক কম। সন্দেহ হওয়ায় তিনি ঘরের ভেতর খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। একপর্যায়ে বারান্দার পাশের ঘরে গিয়ে তাঁর চোখ ছানাবড়া!

বাড়ির খাটে দিব্যি ঘুমাচ্ছে এক অপরিচিত লোক!

তিনি বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন,

– এই! এই বাড়িতে তুমি কে? এখানে কী করছ?

চিৎকারে লোকটির ঘুম ভাঙল। সে চোখ মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিরক্তির সুরে বলল,

– আরে, একটু ঘুমাচ্ছি না! ঘুমটা শেষ হলেই উঠব।

বাড়ির মালকিন তো রীতিমতো হতবাক। তিনি আবার চিৎকার করে বললেন,– ঘুমাচ্ছ মানে? তুমি আমার বাড়িতে ঢুকেছ কেন?

লোকটি এবার বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উত্তর দিল,

– চুরি করতে এসেছি। তবে আগে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। উঠেই চুরি করব!

এবার আর মালকিনের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে এল। সবাই যখন ঘটনাটি শুনল, তখন কেউ রাগে, কেউ বিস্ময়ে, আর কেউ হাসি চেপে রাখতে না পেরে একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

পাড়ার এক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এগিয়ে এসে চোরটিকে জিজ্ঞেস করলেন,

– বাবা, চুরি করতে এসে আগে খাওয়া-দাওয়া করলে কেন? আবার ঘুমাতেই বা গেলে কেন?

চোরটি নিরীহ মুখে মাথা চুলকে উত্তর দিল,

– কী আর করব দাদা! খালি পেটে কি আর চুরি করা যায়? আগে পেট ভরে খেয়ে নিলাম। তারপর ভাবলাম, একটু ঘুমিয়ে নিলে শরীরটা চাঙা হবে। কিন্তু ঘুমটা একটু বেশিই হয়ে গেল!

তার এমন সরল স্বীকারোক্তি শুনে উপস্থিত সবাই আর নিজেদের হাসি ধরে রাখতে পারল না। হাসির রোল ছড়িয়ে পড়ল পুরো বাড়িতে।

শেষ পর্যন্ত খবর পেয়ে পুলিশ এসে চোরটিকে নিয়ে গেল। তবে যাওয়ার আগে পাড়ার মানুষের কাছে সে রেখে গেল এক অদ্ভুত পরিচয়। পাড়ার ছোট-বড় সবাই মিলে তার নাম দিল–'পাতিলের রাজা'।

দুই রাজা, এক হাসির আসর

পাতিলের রাজার গল্প শেষ করে উম্মে হাবিবা দোলন ম্যাম আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন,

– তাহলে বুঝতেই পারছ, পৃথিবীতে রাজা হওয়ার কত রকম উপায় আছে! একজন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই ঘুমের রাজা, আরেকজন খেতে খেতে পাতিলের রাজা!

কথাটি শেষ হতেই পুরো ঘরে আবারও হাসির ঝড় উঠল।

আমি নিজের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলাম, চোরের সঙ্গে আমার অন্তত একটি বিষয়ে মিল রয়েছে–দুজনেরই ঘুমের প্রতি দুর্বলতা আছে! তবে পার্থক্য একটাই, সে চুরি করতে গিয়ে ঘুমিয়েছে, আর আমি পড়তে এসে!

সেদিনের সেই ছোট্ট ঘটনা আমাকে শুধু হাসায়নি, বরং একটি সুন্দর উপলব্ধিও উপহার দিয়েছে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যে গম্ভীর হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। কখনো কখনো ছোট্ট একটি ঘটনা, সামান্য দুষ্টুমি কিংবা নির্ভেজাল হাসি মানুষের মনে দীর্ঘদিনের জন্য জায়গা করে নেয়।

আর উম্মে হাবিবা দোলন ম্যামের মতো একজন শিক্ষকের সান্নিধ্যে এমন হাস্যরসের মধ্য দিয়েও শিক্ষাজীবনের স্মৃতি আরও সুন্দর হয়ে ওঠে।

সবশেষে মনে হলো, জীবনে সবাই বড় কোনো অর্জনের অধিকারী হতে পারে না; কিন্তু মানুষ চাইলে নিজের আচরণ, কথা কিংবা ছোট্ট কোনো ঘটনার মাধ্যমে অন্যের মুখে হাসি ফোটাতে পারে। সেটিও জীবনের এক অনন্য সাফল্য।

কারণ, রাজত্ব করার জন্য সব সময় সিংহাসনের প্রয়োজন হয় না; কখনো একটি খাটই যথেষ্ট, আবার কখনো একটি পাতিল যথেষ্ট!

হাইমচরের বুকে এক রহস্যময় জনপদ

? আজমীর হাসান তারেক

?আমি এমন এক জনপদের কথা বলছি, যাদের সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত। যাদের সঙ্গে আমাদের প্রায়ই মেলামেশা হয়, ওঠাবসা হয়। তারা আমাদেরই মাঝে বসবাস করে। প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে রহস্য কোথায়? উত্তর–আপনার অনুধাবনে। আপনি কখনো তাদের জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেননি বলেই হয়তো এই রহস্য আপনার কাছে ধরা দেয়নি।

?তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক।

?আপনি বাংলাদেশের একজন নাগরিক। আপনার পাশে এমন একজনকে কল্পনা করুন, যিনিও বাংলাদেশের নাগরিক। আপনার একটি জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) আছে, তাঁরও আছে। আপনি ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেন, তিনিও তা করতে পারেন। আপনি সরকারকে কর দেন, তিনিও দেন।

?এবার উপলব্ধির পালা!

?আপনি যে স্কুলে আপনার সন্তানকে পড়ান, তিনিও সেই স্কুলে তাঁর সন্তানকে পড়ানোর স্বপ্ন দেখেন। আপনি অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে পারেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হলে চিকিৎসকের কাছে পৌঁছানোই তাঁর জন্য এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। চিকিৎসা পাওয়ার আগেই হয়তো জীবন নিয়ে সংশয়ে পড়তে হয় তাঁকে। পথটা সহজ নয়।

?আপনি নিরাপদ, বাড়িতে নিশ্চিন্তে ঘুমান। ঝড় কিংবা বন্যা আপনাকে খুব একটা ভাবায় না। অথচ সামান্য বৃষ্টিতেই তাঁর ঘরের চালা নিয়ে চিন্তায় পড়তে হয়। আগামীকাল কী খাবেন, তার প্রস্তুতি আপনার অনেক আগেই নেওয়া থাকে। কিন্তু সকালে খাওয়ার পর দুপুরে কী রান্না হবে, তা-ও তিনি জানেন না। ব্যতিক্রম কিছু ঘটলে, কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ আপনার বাড়িতে পৌঁছে যেতে পারে। কিন্তু তিনি পুলিশকে জানাতেও ভয় পান। জুলুমের শিকার হয়েও নীরবে সবকিছু সহ্য করেন। কারণ আইন তাঁদের নিরাপত্তা দেবে, এমনটা তাঁদের বিশ্বাসে নেই।

?কতটুকু উপলব্ধি করতে পারলেন? আপনার আশপাশে এমন কোনো রহস্যময় জনপদ কি আছে?

?আচ্ছা, আরেকটু স্পষ্ট করা যাক।

?তাঁরা অত্যন্ত অমায়িক মানুষ, ভীষণ অতিথিপরায়ণ। তাঁরা আপনাকে তাঁদের ত্রাণকর্তা মনে করেন। সেই জনপদ আপনার কাছে ভ্রমণবিলাসিতা। মাঝেমধ্যেই ক্লান্তি দূর করতে ভ্রমণে যান, তাঁরা ভীষণ খুশি হন। নানা কিছু দিয়ে আপনাকে আপ্যায়ন করতে চান। নিজেদের জমিতে ফলানো সবচেয়ে ভালো ফসলটিও আপনার হাতে তুলে দিতে চান। কারণ, আপনি তাঁদের কাছে সভ্য জগতের সম্মানিত মেহমান।

?তাঁরা আপনার মধ্যে নিজেদের ভবিষ্যৎ খুঁজতে চান। ভাবেন, একদিন তাঁরাও



আপনার মতো বাঁচতে শিখবেন। আপনার সন্তানকে যে স্কুলে পড়ান, তাঁর সন্তানকেও একদিন সেই স্কুলে পড়াবেন। আপনি যে হাসপাতালে চিকিৎসা নেন, তিনিও সেখানে চিকিৎসা নেবেন। আপনি যে সুন্দর ও স্থায়ী বাড়িতে নিশ্চিন্তে ঘুমান, একদিন তিনিও তেমন একটি বাড়ির মালিক হবেন। তাঁকেও আর ভাবতে হবে না, পরের বেলায় কী রান্না হবে।

?হ্যাঁ, আমি বলছি সেই রহস্যময় হাইমচর উপজেলার চরাঞ্চলের মানুষগুলোর কথা। একই উপজেলার বাসিন্দা হয়েও যাঁরা যেন এক রহস্যে ঘেরা, এক বিচ্ছিন্ন জনপদে বসবাস করেন।

?ভোটের সময় তাঁদের কদর বাড়ে। নানা প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রার্থীরা হাজির হন তাঁদের দুয়ারে। নদীতে স্থায়ী বাঁধের ব্যবস্থা করবেন। তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁদের দীর্ঘদিনের সমস্যা যেন এক চমকেই শেষ হবে। শুধু ভোটটা দিলেই হয়। এই তো, ভোটের পরই বুঝি ফিরতে চলেছে তাঁদের ভাগ্য! হয়তো এবার তাঁরা পেতে যাচ্ছেন পূর্ণ নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার।

?তাঁদের এই স্বপ্ন শেষ হয় ভোটের পরের দিনেই। নির্বাচিত হয়ে কেউই খোঁজ রাখেন না এই জনপদের। লোকদেখানো কিছু কাজ চোখে পড়ে: কিছু স্কুলভবন, ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে আসে, নেই শিক্ষক। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে কিছু বৈদ্যুতিক খুঁটি, কিন্তু নেই যথাযথ বিদ্যুৎ। এর চেয়ে বেশি কিবা তাঁরা পেতে পারেন? শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকল মৌলিক অধিকার ছাড়াই চলছে জীবনচাকা।

?এই তো জীবন, এই মানুষগুলো যেন ক্ষমতার সিঁড়ি। উপরে উঠে সবাই সিঁড়ির কথা ভুলে যায়। ক্ষমতার কাছে তাঁরা একপ্রকার জিম্মি। ভিন্নমত পোষণ করার কোনো সুযোগ নেই। এ এক বিচ্ছিন্ন জনপদ। তাই 'জি হুজুর, জি হুজুর' বলেই চলতে হয় তাঁদের। যেন এটাই তাঁদের নিয়তি, এটাই তাঁদের অবধারিত ভাষা।

?আমি এর বাস্তব সাক্ষী, ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের কালে খুব কাছ থেকে দেখেছি ও শুনেছি এই বাস্তবতা। আমরা প্রত্যেকেই এই দোষে অপরাধী। এই পার্থক্যের জন্য আমরাই দায়ী।

?এর শেষ হবে কবে? কীভাবে ফিরবে তাঁদের ভাগ্য?

?এর একটি স্পষ্ট উত্তর দেওয়া যেতে পারে–?যেদিন জনপ্রতিনিধিরা এই জনপদের সমস্যাগুলোকে নিজের ও নিজের সন্তানের সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করবেন, সেদিনই পরিবর্তনের সূচনা হবে। যেদিন তাঁরা দায় এড়িয়ে নয়, বরং দায়বদ্ধতা থেকে কাজ করবেন, সেদিনই এই জনপদের মানুষ আশার আলো দেখতে পাবেন।


দিশারী হসপিটাল
ডায়াগনস্টিক, নরমাল ডেলিভারী, ফাটিলিটি সেন্টার
কচুয়া বিশ্বরোড, ফায়ারসার্ভিস, চৌরাস্তামোড়।